গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
১৩ শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরনী
মৎস্য ভবন,রমনা, ঢাকা।
www.fisheries.gov.bd

পত্র নং-৩৩.০২.০০০০.১০৯.১১.০৩৫.১৫ (অংশ-২)-০৬ তারিখঃ ০২/০১/২০১৭ খ্রি.

বিজ্ঞপ্তি

বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক এলাকায় গভীর সমুদ্রে এবং আন্তর্জাতিক জলসীমায় নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে মৎস্য আহরণের নিমিত্ত আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন "লং লাইনার" প্রকৃতির ট্রলার/মৎস্য নৌযানের ফিশিং লাইলেন্স প্রদানের জন্য বাংলাদেশী উৎসাহী প্রকৃত উদ্যোক্তাদের / বিনিয়োগকারীদের নিকট হইতে আবেদনপত্র আহ্বান করা যাইতেছে।

প্রকৃতি	মৎস্য আহরণের ক্ষেত্র	প্রয়োজনীয় তথ্য
লং লাইনার	বঙ্গোপসাগরে ২০০ মিটার গভীরতার বাহিরে বাংলাদেশের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক এলাকায় এবং আন্তর্জাতিক জলসীমায়।	টুনা জাতীয় মৎস্য আহরণের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন, প্রযুক্তি হস্তান্তর ও দক্ষ জনবল সৃষ্টির নিমিত্ত দেশীয় উদ্যোক্তাগণ কর্তৃক বিদেশি উদ্যোক্তগণের সহায়তায়।

আবেদনকারীকে নিম্নলিখিত যোগ্যতাসম্পন্ন হইতে হইবে এবং নিম্নে বর্ণিত শর্তাদি ও মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রনালয় কর্তৃক অনুমোদিত শর্তাবলী পালন করিতে হইবেঃ

১। আবেদনকারীকে অবশ্যই বাংলাদেশের নাগরিক হইতে হইবে।

২। ব্যক্তি আবেদনকারীর ক্ষেত্রে আবেদনের সাথে প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত ট্রেড লাইসেন্স এর ফটোকপি এবং আবেদনকারীর জাতীয় পরিচয়পত্র/পাসপোর্ট এর সত্যায়িত ফটোকপি দাখিল করিতে হইবে।

৩। কোম্পানীর ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত Certificate of Incorporation এর ফটোকপি দাখিল করিতে হইবে।

৪। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে-

ক. মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা

অথবা

খ. পরিচালক, সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, সি জি ও ভবন নং-১, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম এর নিকট প্রয়োজনীয় শর্তাবলী পালন এবং স্পেসিফিকেশন সহ প্রস্তাবনার প্রোফাইল অফিস চলাকালীন সময়ের মধ্যে জমা প্রদান করিতে হইবে।

৫। আবেদনকারীকে প্রস্তাবনার প্রোফাইল এর সাথে যে কোন বাণিজ্যিক ব্যাংক হইতে ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ টাকা মাত্র) টাকার অফেরতযোগ্য পে-অর্ডার মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকার অনুকূলে দাখিল করিতে হইবে।

৬। আবেদনপত্রের সাথে TIN অথবা e-TINএর সত্যায়িত ফটোকপি এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থ বৎসরের আয়কর পরিশোধের সত্যায়িত প্রত্যয়নপত্র দাখিল করিতে হইবে।

৭। আবেদনকারীর ন্যূনতম ১০ (দশ) কোটি টাকা বিনিয়োগ করিবার মত আর্থিক সংগতি রহিয়াছে - এই মর্মে ব্যাংক সলভেন্সী সার্টিফিকেট দাখিল করিতে হইবে।

৮। আবেদনকারীকে আবেদনের সাথে আধুনিক প্রযুক্তির "লং লাইনার" এর পূর্ণ স্পেসিফিকেশন (দৈর্ঘ, প্রস্থ, গভীরতা, গ্রস টনেজ, ফিস হোল্ড ক্যাপাসিটি, ফিসহোল্ড ভলিউম, গতি, তৈরীর সন ও নির্মাণকারী দেশ, ফ্রিজিং ব্যবস্থাদি, ইঞ্জিন এর বিস্তারিত বিবরণ, অশ্ব শক্তি, ব্যবহারিক সরঞ্জামাদি এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার বিস্তারিত বিবরণ ইত্যাদি) সহ প্রস্তাবনার প্রোফাইল জমা প্রদান করিতে হইবে।

৯। অনুমোদিত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী "লং লাইনার" মৎস্য ট্রলার নতুনভাবে দেশে নির্মাণ করা যাইবে অথবা সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) বৎসরের পুরাতন আধুনিক ও সচল, সার্বিকভাবে ব্যবহারযোগ্য মৎস্য ট্রলার আমদানি করা যাইবে।

১০। একজন আবেদনকারী শুধুমাত্র একটি "লং লাইনার" মৎস্য ট্রলার এর জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

১১। বিজ্ঞপ্তি এবং তাহার অনুমোদিত ইংরেজি অনুবাদ মৎস্য অধিদপ্তরের ওয়েব সাইট (www.fisheries.gov.bd) এ দেখা যাইবে।

১২। দেশীয় উদ্যোক্তাগণ কর্তৃক বিদেশী উদ্যোক্তাগণের সহায়তায় যৌথ উদ্যোগে "লং লাইনার" মৎস্য ট্রলার পরিচালনার জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত শর্তাবলী প্রতিপালন পূর্বক প্রস্তাবনা দাখিল করিতে হইবে।

১৩। বিস্তারিত তথ্যাবলী সম্বলিত শর্তাদি ০২/০৩/২০১৭ খ্রি. তারিখের মধ্যে অফিস চলাকালিন সময়ে বিনামূল্যে মৎস্য অধিদপ্তরের সামুদ্রিক শাখা (কক্ষ নং-১১২৮, মৎস্য ভবন, রমনা. ঢাকা) হইতে এবং সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, সিজিও ভবন-১, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম হইতে সংগ্রহ করা যাইবে। মৎস্য অধিদপ্তরের ওয়েব সাইট (www.fisheries.gov.bd) হইতেও ডাউনলোড করা যাইবে।

অযোগ্যতাঃ

যে সকল ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ইতোপূর্বে ফিশিং ট্রলার/মৎস্য নৌযান এর অনুমোদন বাতিল করা হইয়াছে তাঁহারা আবেদন করিবার যোগ্য বিবেচিত হইবেন না।

সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট কমিটি আবেদন পত্র যাচাই/বাছাই/বাতিল করিতে এবং মূল্যায়নের পর যোগ্যদের অনুকূলে সুপারিশের পূর্ণ ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

মহাপরিচালকের পক্ষে

(ফেরদৌস আহমেদ)
উপ-প্রধান
মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা।
টেলিফোন নং - ০২-৯৫৬২৩৩৪
মোবাইল ফোন নম্বরঃ ০১৭১৮-৩১২৫৫৯
ই-মেইলঃ ferdous1959@gmail.com

পত্র নং-৩৩.০২.০০০০.১০৯.১১.০৩৫.১৫ (অংশ-২)-০৬

তারিখঃ ০২/০১/২০১৭ খ্রি.

সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হইলঃ

১। অতিরিক্ত মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।

২। পরিচালক, সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, সি জি ও ভবন নং-১, আগ্রাবাদ, চট্রগ্রাম।

৩। উপ-পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, চট্রগ্রাম বিভাগ, কুমিল্লা/খুলনা বিভাগ, খুলনা/ বরিশাল বিভাগ, বরিশাল।
বিজ্ঞপ্তিটির বহুল প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ সহকারে।

৪। প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সামুদ্রিক মৎস্য জরীপ ও ব্যবস্থাপনা ইউনিট, সি জি ও ভবন-২, আগ্রাবাদ, চট্রগ্রাম।

৫। জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কক্সবাজার/ চট্রগ্রাম/ নোয়াখালী/ লক্ষীপুর/ ফেনী/ খুলনা/ বাগেরহাট/ সাতক্ষীরা/ বরিশাল/ পটুয়াখালী/ ঝালকাঠি/ বরগুনা/ ভোলা/ পিরোজপুর।
বিজ্ঞপ্তিটির বহুল প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ সহকারে।

৬। সভাপতি, বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুডস্ এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন, স্কাইলার্ক ভবন, ২৪/৯ বিজয় নগর, ঢাকা।

৭। সভাপতি, বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ এসোসিয়েশন, ১৩/এ (১৩ তম তলা), সেন্টার পয়েন্ট কনকর্ড, ফার্মগেট, ঢাকা।

৮। সভাপতি, মেরিন ফিশারিজ একাডেমি এক্স ক্যাডেট এসোসিয়েশন, ১১৫, সদরঘাট রোড, চট্রগ্রাম।

৯। সভাপতি, মেরিন হোয়াইট ফিশ ট্রলার ওনার্স এসোসিয়েশন, আর আর সেন্টার, ৭৫৭/৭৭৭ (৩য় তলা), ইকবাল রোড, ফিশারীঘাট, কোতোয়ালী, চট্রগ্রাম।

১০। সিস্টেম এনালিষ্ট, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা। মৎস্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য।

মহাপরিচালকের পক্ষে

(ফেরদৌস আহমেদ) ০২/০১/১৭

উপ-প্রধান
মৎস্য অধিদপ্তর
মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।
ফোন নং - ০২-৯৫৬২৩৩৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
১৩ শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরনী
মৎস্য ভবন,রমনা, ঢাকা।
www.fisheries.gov.bd

বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের জলসীমায় গভীর সমুদ্রে "লং লাইনার" প্রকৃতির ট্রলার/মৎস্য নৌযানের মাধ্যমে ফিশিং ইউনিট পরিচালনার শর্তাবলী

মৎস্য অধিদপ্তর
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের জলসীমায় গভীর সমুদ্রে বিদেশী উদ্যোক্তার সাথে যৌথ উদ্যোগে "লং লাইনার" প্রকৃতির ট্রলার/মৎস্য নৌযানের মাধ্যমে ফিশিং ইউনিট পরিচালনার শর্তাবলী

শর্তাবলী ঃ

১.	গভীর সমুদ্রে এবং আন্তর্জাতিক জলসীমায় মৎস্য আহরণের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন, প্রযুক্তি হস্তান্তর ও দক্ষ জনবল সৃষ্টির নিমিত্ত দেশীয় উদ্যোক্তাগণ ব্যক্তি আবেদনকারী হিসাবে বিদেশি উদ্যোক্তাগনের সহায়তায় "লং লাইনার" প্রকৃতির ট্রলার/মৎস্য নৌযানের মাধ্যমে ফিশিং ইউনিট পরিচালনার জন্য আবেদন করিতে পারিবেন। তবে এই ক্ষেত্রে বিদেশী উদ্যোক্তাগণের সহায়তা প্রাপ্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি উপযুক্ত কাগজপত্র সহ দাখিল করিতে হইবে।
২.	"লং লাইনার"প্রকৃতির ট্রলার/মৎস্য নৌযানের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে গভীর সমুদ্রে অর্থাৎ ২০০ মিটার গভীরতার বাহিরে বাংলাদেশের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক এলাকাসহ আন্তর্জাতিক জলসীমায় মৎস্য আহরণের নিমিত্ত ব্যবসা পরিচালনায় যৌথ উদ্যোগে প্রস্তাবিত কোম্পানীর (Joint Venture Company) ক্ষেত্রে দেশি ও বিদেশি অংশিদারকে বাংলাদেশের জয়েন্ট স্টক কোম্পানীতে নিবন্ধিত হইতে হইবে এবং টিআইএন (TIN) অথবা ই-টিআইএন (e-TIN) সার্টিফিকেট, ট্রেড লাইসেন্স ও বাংলাদেশ বিনিয়োগ বোর্ডের নিবন্ধন থাকিতে হইবে।
৩.	যৌথ উদ্যোগে কোম্পানি পরিচালনার জন্য গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণে অভিজ্ঞতা আছে এমন বিদেশি কোম্পানীর সাথে মোট বিনিয়োগের ন্যুনতম ৫১% দেশিয় মালিকানায় এবং অবশিষ্ট অংশ বিদেশি মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। প্রতি বৎসর ৫% বিদেশি মালিকানা দেশি মালিকানায় হস্তান্তরিত হইবে এবং ১০ বৎসরের মধ্যে প্রতিষ্ঠানটি সম্পূর্ণ বাংলাদেশি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে।
৪.	বাংলাদেশের জলসীমায় "লং লাইনার" প্রকৃতির ট্রলার/মৎস্য নৌযান পরিচালনায় সরকারী নীতিমালা ও শর্তাবলীর আলোকে বাংলাদেশি কোম্পানী এবং বিদেশি কোম্পানীর মধ্যে ৩০০/=(তিনশত টাকা মাত্র)টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে চুক্তিপত্র সম্পাদন করিয়া তাহা সংশ্লিষ্ট বিদেশি দূতাবাসের সম্মতিপত্র সহযোগে আবেদনের সাথে মৎস্য অধিদপ্তরে দাখিল করিতে হইবে।
৫.	লাইসেন্স প্রাপ্তির সম্মতিপত্র জারির ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে দেশে নির্মাণ/ আমদানির জন্য স্পেসিফিকেশন এবং প্রোফরমা ইনভয়েস অনুমোদনের জন্য মৎস্য অধিদপ্তরে দাখিল করিতে হইবে এবং সর্বোচ্চ ১২ (বার) মাসের মধ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।
৬.	সম্মতি পত্র গ্রহণের পূর্বেই মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর সাথে ৩০০/= (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে চুক্তিপত্র সম্পাদন করিতে হইবে।
৭.	সম্মতি পত্র প্রাপ্তির অনধিক ২ (দুই) বৎসরের মধ্যে লং লাইনার প্রকৃতির ট্রলার/ মৎস্য নৌযান আমদানি বা নির্মাণ সমাপ্ত করিতে হইবে। যৌক্তিকতার ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত সময়সীমা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দেশে নির্মাণ/ বা বিদেশ হইতে আমদানী করিতে না পারিলে লাইসেন্স প্রাপ্তির অনুমতিপত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।
৮.	বিদেশ হইতে আমদানির ক্ষেত্রে প্রস্তুতকারী দেশের নাম, ব্যবহৃত পোর্টের নাম, তৈরীর সন ইত্যাদি প্রোফরমা ইনভয়েসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।
৯.	বিদেশ হইতে আমদানির ক্ষেত্রে লং লাইনার প্রকৃতির ট্রলার/ মৎস্য নৌযান ৫ (পাঁচ) বছরের অধিক পুরাতন হইবে না।
১০.	সম্মতি প্রাপ্ত "লং লাইনার"কোম্পানীকে সম্মতি প্রাপ্তির ১২ মাসের মধ্যে কর্মপরিকল্পনার বিবরণ, সম্ভাব্য বিনিয়োগ, আয়-ব্যয় এর হিসাব সম্বলিত Project Profile মৎস্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে দাখিলপূর্বক অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।
১১.	আমদানিকৃত বা দেশে নির্মিত "লং লাইনার" ভেসেল এর জন্য নৌ-বাণিজ্য অধিদপ্তর হইতে সার্টিফিকেট অব রেজিস্ট্রেশন এবং সার্টিফিকেট অব ইন্সপেকশন সংগ্রহ করার পর বাংলাদেশি পতাকাবাহী হইয়া সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এর আওতায় ফিশিং লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে।
১২.	টুনা ও টুনা জাতীয় মৎস্য আহরণে প্রযুক্তি হস্তান্তর, দক্ষ জনশক্তি ও বিপণন ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে ভেসেল পরিচালনায় মোট জনশক্তির সর্বোচ্চ এক তৃতীয়াংশ বিদেশি নাগরিক অনধিক ৮ বৎসরের জন্য বিনিয়োগ বোর্ড হইতে ওয়ার্ক পারমিট প্রাপ্তি সাপেক্ষে নিয়োজিত করা যাইবে। এই সময়সীমার মধ্যে নিয়েজিত বাংলাদেশি জনবলকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও হাতে-কলমে কাজ করার সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনবল হিসাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং প্রযুক্তি হস্তান্তর সম্পন্ন করিতে হইবে।

(অপর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য/০২)

বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের জলসীমায় গভীর সমুদ্রে বিদেশী উদ্যোক্তার সাথে যৌথ উদ্যোগে "লং লাইনার" প্রকৃতির ট্রলার/মৎস্য নৌযানের মাধ্যমে ফিশিং ইউনিট পরিচালনার শর্তাবলী

শর্তাবলী ঃ

১৩.	যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত কোম্পানিকে (Joint Venture Company) টুনা ও টুনা জাতীয় মৎস্য আহরণে সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এবং তদাধীনে প্রণীত বিধিমালাসহ সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও আহরণে প্রচলিত জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক আইন ও বিধিমালা বা প্রটোকল/কনভেনশন মানিয়ে বাধ্য থাকিতে হইবে।
১৪.	যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সকল আর্থিক লেনদেন বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনায় নিয়োজিত অনুমোদিত ব্যাংকের যৌথ একাউন্টের মাধ্যমে পরিচালিত হইতে হইবে।
১৫.	যৌথ উদ্যোগে "লং লাইনার" পরিচালনার ক্ষেত্রে লাভ/লোকসান এবং সকল দায় সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর। ইহার কোন দায়- দায়িত্ব সরকারের উপর বর্তাইবে না।
১৬.	সরকারের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে "লং লাইনার" এর লাইসেন্স হস্তান্তর করা যাইবে না। যে প্রতিষ্ঠানের নামে সম্মতি পত্র জারি করা হইবে ০৬ (ছয়) বৎসরের মধ্যে তাহা হস্তান্তরযোগ্য হইবে না।
১৭.	আহরিত মাছ বাংলাদেশে অবতরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং অনুমোদিত বাংলাদেশি রপ্তানিকারকের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক বাজার মূল্যে রপ্তানি করিতে হইবে।
১৮.	বাংলাদেশের প্রচলিত মৎস্য সংক্রান্ত নীতিমালা এবং সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশ ১৯৮৩ ও তদাধীনে প্রণীত বিধিমালা অনুসরণপূর্বক ২০০ মিটার গভীরতার বাহিরে গভীর সমুদ্রে এবং আন্তর্জাতিক জলসীমায় নির্ধারিত মৎস্য আহরণ সরঞ্জামাদি ব্যবহার করিয়া টুনা ও টুনা জাতীয় মাছ আহরণ করিতে হইবে।
১৯.	সকল আহরিত মৎস্য সরকার অনুমোদিত মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রে অবতরণ করাইতে হইবে। মৎস্য আহরণকালীন সময়ে আহরিত মাছ ট্রান্সশিপমেন্ট এর মাধ্যমে অন্য কোন ভেসেলে স্থানান্তর করা যাইবে না। সংস্থার নিজস্ব কোন মাদার ভেসেলে ট্রান্সশিপমেন্ট করিতে হইলে সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরের authorized officer এর উপস্থিতিতে সম্পন্ন করিতে হইবে।
২০.	আহরিত মাছ চিল্ড অথবা প্রক্রিয়াজাতকরণপূর্বক রপ্তানি করিবার ক্ষেত্রে মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ ১৯৮৩ ও তদাধীনে প্রণীত মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ বিধিমালা ১৯৯৭ এবং পরবর্তীতে প্রণীত এতদসংক্রান্ত আইন ও বিধিমালা অনুসরণ করিতে হইবে।
২১.	আহরিত মাছের তথ্য-উপাত্ত সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ছকে নিয়মিত সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরে দাখিল করিতে হইবে এবং প্রয়োজনে বৈজ্ঞানিক গবেষণা, স্টাডি বা জরিপ কাজে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানী এবং মৎস্য অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট সরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণকে পর্যবেক্ষক হিসেবে On board-এ যাওয়ার সুযোগ দিতে হইবে।
২২.	মৎস্য আহরণকালীন সময় বাংলাদেশ নৌ বাহিনী এবং বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর সাথে Very High Frequency (VHF), Automated Information System (AIS), Single Side-band (SSB) Radio Technology Modulations ইত্যাদির মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করিতে হইবে।
২৩.	Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) এর বিধি-বিধান প্রতিপালন করিয়া "লং লাইনার" প্রকৃতির ট্রলার/মৎস্য নৌযান পরিচালনা করিতে হইবে।
২৪.	"লং লাইনার" প্রকৃতির ট্রলার/মৎস্য নৌযানে International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978 (MARPOL 73/78) অনুযায়ী তৈল-পানি পৃথকীকরণ (oil-water separation) এবং পানি অপসারণ (water disposal) এর ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।
২৫.	"লং লাইনার" প্রকৃতির ট্রলার/মৎস্য নৌযানে জরুরী বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য অতিরিক্ত জেনারটের (Emergency generator for Emergency Power Supply) থাকিতে হইবে।
২৬.	The 1995 STCW-F Convention (INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCH KEEPING FOR FISHING VESSEL PERSONNEL, 1995) অনুযায়ী ট্রলার/মৎস্য নৌযানের নাবিকদের সনদপত্র এবং প্রশিক্ষণের সংস্থান রাখিতে হইবে।

(অপর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য/০৩)

বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের জলসীমায় গভীর সমুদ্রে বিদেশী উদ্যোক্তার সাথে যৌথ উদ্যোগে "লং লাইনার" প্রকৃতির ট্রলার/মৎস্য নৌযানের মাধ্যমে ফিশিং ইউনিট পরিচালনার শর্তাবলী

শর্তাবলী ঃ

২৭.	INTERNATIONAL SEWAGE POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE issued under the provisions of the International Convention for the prevention of Pollution for Ships, 1973 এর সংস্থান অনুযায়ী ট্রলার/মৎস্য নৌযানের বর্জ্য নিস্কাশনের সংস্থান ও সনদ থাকিতে হইবে।
২৮.	International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974 এর সংস্থান অনুযায়ী নিরাপত্তামূলক সরঞ্জামাদি ট্রলার/মৎস্য নৌযানে থাকিতে হইবে।
২৯.	"লং লাইনার" প্রকৃতির ট্রলার/মৎস্য নৌযানে Deck Machineries এর ক্ষেত্রে Line Hauler /Reel Winder (বরশি টানিয়া তোলার জন্য), Shooting Machine (বরশি ফেলিবার জন্য), Radio Direction Finder (বরশির প্রধান লাইনে Radio buoy এর অবস্থান সনাক্ত করিবার জন্য), ত্রিমুখী Side Roller, Slow Conveyer (বরশিতে টোপ সংযুক্ত করিবার জন্য) এবং পানির পাত্র (জীবন্ত মাছ সংরক্ষণের জন্য) ইত্যাদি থাকিতে হইবে।
৩০.	"লং লাইনার" প্রকৃতির ট্রলার/মৎস্য নৌযানে মৎস্য ধরার সরঞ্জাম হিসেবে লং লাইনার জাতীয় সরঞ্জামাদি যথাঃ Main Line (বরশির প্রধান রজ্জু বা লাইন), Branch line (বরশির শাখা রজ্জু বা লাইন), Float (ফাঁপা বল বা অন্য বায়ুপূর্ণ আধার যা বরশিকে ভাসাইয়া রাখে), Sinker (বরশি পানির নীচে রাখিবার জন্য জুড়িয়া দেওয়া পাথর বা সীসার ভার), Swivel (শিকলের সাথে যুক্ত আংটা), Snap / Clip (আংটা বা আটকানি বিশেষ), Flag pole (পতাকা লাগানোর দন্ড), Hook (বরশি), Light Buoy এবং Radio Buoy থাকিতে হইবে।
৩১.	ট্রলার/মৎস্য নৌযানে পর্যাপ্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।
৩২.	"লং লাইনার" প্রকৃতির ট্রলার/মৎস্য নৌযানে ইমারজেন্সি ফায়ার পাম্প থাকিতে হইবে।
৩৩.	"লং লাইনার" প্রকৃতির ট্রলার/মৎস্য নৌযানে জরুরী আলোর ব্যবস্থা (Emergency lighting system) থাকিতে হইবে।
৩৪.	মৎস্য অধিদপ্তরের অনাপত্তিপত্রের ভিত্তিতে "লং লাইনার" ট্রলার/ নৌযানের খুচরা যন্ত্রাংশ ও সরঞ্জামাদি আমদানি করা যাইবে।
৩৫.	"লং লাইনার" ভেসেল বাংলাদেশের ডকইয়ার্ডে মেরামত করিতে হইবে। কোনক্রমেই সরকারের অনুমতি ব্যতিত বাংলাদেশের জলসীমা ত্যাগ করিতে পারিবে না। "লং লাইনার" প্রকৃতির ট্রলার/মৎস্য নৌযান সরকারের পূর্বানুমতি ছাড়া বাংলাদেশের জলসীমা ত্যাগ করিলে দেশিয় অংশীদারকে দায়-দায়িত্ব বহন করিতে হইবে।
৩৬.	"লং লাইনার" পরিচালনার সম্ভাব্য আয়-ব্যয় এর হিসাব এবং গৃহীত কর্মকান্ডের বিবরণসহ বার্ষিক Progress Report সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম-এর মাধ্যমে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিতে হইবে।
৩৭.	চুক্তির শর্তাবলী লঙ্ঘন, ব্যতয় বা পরিপন্থী কোন কার্যক্রম গ্রহণ করিলে অথবা বাংলাদেশের সুনাম নষ্ট হয় এমন কোন কাজ করিলে বা আইন-শৃঙ্খলার পরিপন্থী কর্মকান্ড বা অপরাধ অথবা জাতীয় স্বার্থ বিরোধী কোন কার্যে নিয়োজিত বলিয়া প্রমাণ পাওয়া গেলে যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত ভেসেলগুলোর মৎস্য আহরণ কর্মকান্ড বন্ধ করিয়া দেওয়ার এবং লাইসেন্স বাতিলের ক্ষমতা বাংলাদেশ সরকার সংরক্ষণ করিবেন।
৩৮.	লাইসেন্স প্রাপ্তির পর প্রতিটি ভয়েজের পূর্বে সরকার নির্ধারিত ফি জমা প্রদান করিয়া সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম হইতে সেইলিং পারমিশন সংগ্রহ করিতে হইবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
মৎস্য- ৪ শাখা

পত্র নং-৩৩.০২.০০০০.১২৯.০২৭.১৩.১৫-৩৭০

তারিখঃ ০৮/০৯/১৪২৩ বঙ্গা
২২/১২/২০১৬ খ্রিঃ

বিষয়ঃ বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক এলাকায় গভীর সমুদ্রে এবং আর্ন্তজাতিক জলসীমায় মৎস্য আহরণের নিমিত্তে আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন "লং লাইনার" প্রকৃতির ট্রলার/মৎস্য নৌযানের ফিশিং লাইসেন্স প্রদানের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারী প্রসঙ্গে ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণে লং লাইনার প্রকৃতির ট্রলার/মৎস্য নৌযানের সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে "লং লাইনার" প্রকৃতির ট্রলার/মৎস্য নৌযানের লাইসেন্স প্রদানের জন্য পুনরায় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(নাসরিন সুলতানা)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৪০০৮০

মহাপরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর
মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপিঃ

১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। যুগ্ম-সচিব (ব্লু ইকোনমি) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।